বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৮

(১৯৯৮ সনের ৮ নং আইন)

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্ন্‌রূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১৷ এই আইন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “ফাউন্ডেশন” অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন;

(খ) “চেয়ারম্যান” অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঘ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঙ) “বোর্ড” অর্থ ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড;

(চ) “পরিচালক” অর্থ ফাউন্ডেশনের পরিচালক;

(ছ) “সদস্য” অর্থ বোর্ডের সদস্য৷

ফাউন্ডেশন স্থাপন

৩৷ (১) এই আইন বলবত্‌ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধান অনুযায়ী লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন স্থাপন করিবে৷

(২) ফাউন্ডেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, এবং এই আইনে ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর

করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়

৪। ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় নারায়াণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁও এ থাকিবে এবং ইহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

ফাউন্ডেশন পরিচালনা

৫। ফাউন্ডেশন পরিচালনা ও ইহার প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ফাউন্ডেশন যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

পরিচালনা বোর্ড

৬। পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের তিনজন সদস্য;

(গ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব;

(ঘ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক উক্ত বিভাগ হইতে মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিবের পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) জাতীয় যাদুঘরের মহা-পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(চ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;

(ছ) বাংলা একাডেমীর মহা-পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(জ) পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;

(ঝ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংশ্লিষ্ট উপ-সচিব;

(ঞ) জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ, পদাধিকারবলে;

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত লোক ও কারুশিল্প উন্নয়নে উত্সাহী তিনজন ব্যক্তি;

(ঠ) চারুকলা ইন্সটিটিউটের পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ড) লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী

৭। ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ যথা:-

(ক) ঐতিহাসিক লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ করা;

(খ) কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁও এ একটি শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা;

(ঙ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

(চ) লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উত্সাহ প্রদান;

(ছ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(জ) লোক ও কারুশিল্পের গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা;

(ঝ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করা এবং তত্সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী ও আন্তর্জাতিক লোক ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত একই বিষয়ে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ট) উপরিউল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসংগিক অন্যান্য কার্য করা।

বোর্ডের সভা

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন সংসদ সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের মোট সদস্যের এক চতুর্থাংশের উপস্থিতিতে উহার সভার কোরাম গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট